২০ শিশুকে বাঁচিয়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু; উত্তরা ট্রাজেডির নায়ক শিক্ষিকা মাহেরীন

সংগৃহীত ছবি

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় অতুলনীয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থীর প্রাণ বাঁচান শিক্ষক মাহেরীন চৌধুরী। শিক্ষার্থীদের প্রায় অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে সরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও নিজে দগ্ধ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই মৃত্যুবরণ করেন এই মহান শিক্ষিকা ।

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে সোমবার (২১ জুলাই) দুপুরে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও বিশৃঙ্খলা। দুর্ঘটনার সময় প্রাইমারি সেকশনের ভবনে ক্লাস চলছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য শিশু শিক্ষার্থী। এ সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরী।

প্রত্যক্ষদর্শী ও উদ্ধারকর্মীদের বর্ণনা অনুযায়ী, আগুন ও ধোঁয়ায় ভবনের ভেতর যখন দম বন্ধ পরিস্থিতি, তখন আতঙ্কিত শিক্ষার্থীদের সাহস জুগিয়ে একে একে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান মাহেরীন। তাঁর নির্ভীক সাহসিকতায় অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী অক্ষত বা হালকা আঘাত নিয়ে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়।

কিন্তু নিজের জীবন রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি এই মহান শিক্ষিকার। শিশুদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারলেও তিনি নিজে ভবনের ভেতরেই দগ্ধ হন এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান।

একজন অভিভাবক বলেন,

“ম্যাডাম অনেক ভালো ছিলেন। সেনাবাহিনী আমাদের বলেছে— শিক্ষিকার জন্য অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী বেঁচে গেছেন।”

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ জনে এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১৭১ জন। আহতদের মধ্যে ৫০ জনের বেশি দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে।

সরকার ইতোমধ্যে মঙ্গলবার (২২ জুলাই) দিনটিকে রাষ্ট্রীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি, যা দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করবে।

শিক্ষিকা মাহেরীন চৌধুরীর আত্মত্যাগ আজ গোটা জাতিকে শোকাহত করেছে, একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছে— মানবিকতার চরম উদাহরণ কীভাবে সৃষ্টি হয় সাহসিকতার মাঝ দিয়ে।